দৈনিক বাংলা

তারিখ .. 12 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজশাহী ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ড নিয়ে কথা

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড আর ঢাকা শিক্ষা বোর্ড–কেউই উচ্চবাচ্য করলেন না। দৈনিক বাংলায় এই কলমে লিখেছিলাম রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কাছে জবাব চেয়ে। তাও প্রায় মাস দু'য়েক হতে চলল। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড কোন প্রয়োজনই অনুভব করেননি সে প্রশ্নের জবাব দেবার।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে একটি মর্মান্তিক খবর প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক বাংলায়। তাও মাস ছাড়িয়েছে। কিন্তু ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিজ থেকে কোন কথা বলার সৌজন্য বোধটুকুও প্রকাশ করেননি। ভেবেছিলাম, শিক্ষিত মানুষের এলাকায় এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া হবে। আবার আজকাল সমাজের সর্বত্র জবাবদিহির প্রশ্ন উঠছে বার বার। তাই প্রত্যাশা ছিল কিছু একটা জবাব মিলবেই। সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডকে কেন্দ্র করে লেখাটি ছিল এইচএসসি পরীক্ষা সম্পর্কে এবং একটি পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে।

আমি লিখেছিলাম— কলেজটি রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত— সীমান্তবর্তী জেলায়। এ জেলার সীমান্তবর্তী একটি থানায় প্রচুর ধান ফলে। এ থানায় বড় বড় জমির মালিকদের বাস। এ থানায় দু'টি বেসরকারী কলেজ আছে। এর কোন কলেজই সরকারের অনুদান পায় না। এর একটি কলেজে এবার এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র হয়েছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪শ'। এই কলেজে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দেখান হয়েছে মাত্র ৭০। বহিরাগত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩শ' ৩০। অভিযোগ হচ্ছে, এই ৪শ' ছাত্রকে এই কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবার জন্য উর্ধ্বতন একটি মহলকে মাথাপিছু ৪ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন পাবার জন্য প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে দিতে হয়েছে মাথাপিছু ৭শ' টাকা—। দ্বিতীয় অভিযোগ ঃ এই পরীক্ষা কেন্দ্রে এমন একজন ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছে যাকে গত বছর দু'বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে; গত বছর পার্শ্ববর্তী একটি কলেজ থেকে সে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল। গত বছর অসদুপায় অবলম্বনের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছিল।

তৃতীয় অভিযোগ ঃ এই পরীক্ষা কেন্দ্রে দূর–দূরান্তের কতিপয় মহিলা পরীক্ষা দিচ্ছেন। তাদের অনেকেরই আত্মীয় জেলা সদরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা—। এ কেন্দ্র সম্পর্কে আরো অভিযোগ আছে। অভিযোগ আছে ভিজিল্যান্স টিম নিয়ে। এই ভিজিল্যান্স টিমকে নাকি অনুরোধ করা হয়েছে কতিপয় পরীক্ষার্থীর প্রতি উদার নীতি গ্রহণের। এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান একান্তই ঝুঁকিপূর্ণ।

এই কলামে এই লেখা প্রকাশিত হযেছিল ১৭ জুলাই। তবে এই লেখায় আমি ইচ্ছে করেই নির্দিষ্ট থানা এবং কলেজের নাম উল্লেখ করিনি। আমার ধারণা, আমার লেখা থেকে এই পরীক্ষা কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া আদৌ কঠিন ছিল না। আমার আশৈশব বিশ্বাস–ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। আমার ব্যর্থতা হচ্ছে–আমি হয়ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনে ইচ্ছের উদ্রেক করতে পারিনি।

তাই এবার নির্দিষ্ট জেলাটির নাম উল্লেখ করতে চাই। জেলাটি হচ্ছে রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ। থানাটি সীমান্ত এলাকায়। সে থানায় কোন সরকারী কলেজ নেই। অনেক ধান ফলে। বড় বড় জোতদারদের বাস। মনে হয় তারাই মাথা প্রতি ৪ হাজার ৭শ টাকা নিয়ে ৪শ ছাত্রকে পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করেছে। এই সুবিধাই গ্রহণ করেছে দূর–দূরান্তের পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থিনীরা। এক কথায় একে বলা যায় পরীক্ষার নামে জমজমাট ব্যবসা। এই ব্যবসার খবর জেলা কর্তৃপক্ষ জানতেন না, সে বিশ্বাস অন্ততঃ আমার নেই। নিঃসন্দেহে রাজশাহী বোর্ডের কোন কোন কর্মকর্তা এ খবর রাখতেন. নইলে ঐ কেন্দ্রে পরীক্ষার নামে এমন জমজমাট ব্যবসা চালান সম্ভব ছিল না।

আশা করি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড এবার নিশ্চয়ই ঐ পরীক্ষা কেন্দ্রের হদিস করতে পারবেন। ঐ পরীক্ষার কেন্দ্র খুঁজে বার করবার জন্য নওগাঁ জেলা কর্তৃপক্ষের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে পারবেন। আমার বিশ্বাস, এ ব্যাপারে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডকে নওগাঁ জেলা কর্তৃপক্ষ বঞ্চিত করবে না। আর আমরা আশায় থাকব যে এবার রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড আমাদের খবরের জবাব দেবেন। আমার অভিযোগ মিথ্যে হলে খুশী হব। নাহলে জানতে চাইব, এ ধরনের ঘটনা কেন ঘটে। কিভাবে ঘটে। কারা ঘটায়। তারা কি একেবারেই ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ঢাকা শিক্ষাবোর্ড

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সম্পর্কে আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। এ বক্তব্য একটি খবরকে কেন্দ্র করে। খবরটি শেরপুর জেলার। প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক বাংলায় এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবার পর।

খবরে বলা হয়েছিল, এসএসসি পরীক্ষার্থিনী যোগমায়া আত্মহত্যা করেছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হবার গ্লানিতে সে নিজ হাতে প্রাণ দিয়েছে। যোগমায়ার রোল নং ছিল ৭ঃ ১১৭৪৩০। যোগমায়ার দুঃখ ছিল তার ছোট বোন পরীক্ষায় কৃতকার্য হলেও সে কৃতকার্য হতে পারেনি।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোগমায়া এসএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর সঠিক ছিল না। সঠিক ছিল না ঢাকা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পরীক্ষার পুস্তকের খবর। এ ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছিল দৈনিক বাংলার প্রতিবেদক। যোগমায়ার আত্মহত্যার জন্য প্রতিবেদকের কাছে বোর্ডের একজন কর্মকর্তা দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, এই নিয়ে তাদের করার কিছু নেই। বোর্ড প্রকাশিত ফলাফলের পুস্তক চূড়ান্ত নয়। চূড়ান্ত হচ্ছে টেবুলেশন শীট। সেই টেবুলেশন শীট অনুযায়ী যোগমায়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

বোর্ডের সশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিঃসন্দেহে কথার পিঠে কথা বলেছেন। তার যুক্তি অগ্রাহ্য করার অবকাশ কম। কিন্তু কথার পিঠে কথা বলে কি এ ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায়। এ ধরনের ঘটনার যে পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি। এ ব্যাপারে কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোন আলোকপাতই করেননি।

পত্রিকার খবর ছাড়া যোগমায়ার সাথে আমার কোন পরিচয় নেই। বোর্ডের কোন কর্মকর্তাও তাঁকে চেনেন বলে আমার মনে হয় না। মনে হয় এমনি করে আগামী বার কোন মহামায়া বা জোবেদা খাতুন আত্মহত্যা করলে আমরা কথার পিঠে কথা সাজাবো। আনুষ্ঠানিকভাবে কোন পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশের সময়টুকু পর্যন্ত আমরা পাব না।

তাহলে এ সমস্যার সমাধান কি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এমনি করেই কি ভুল-ভ্রান্তিসহ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে থাকবেন। আর পত্রপত্রিকায় সে ফলাফল ছাপা হতে থাকবে। না, কর্তৃপক্ষ ভিন্ন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমার অভিজ্ঞতায় আমি জানি পরীক্ষার ফল প্রকাশের নামে এমন করে বড় বড় পুস্তক ছাপাবার কোন নজির নেই কোন দেশে। নজির নেই পত্রিকার পাতায় দিনের পর দিন পরীক্ষার ফল প্রকাশের। পরীক্ষার ফল জানার জন্য বিভিন্ন পত্রিকার দফতরে ভিড় জমাবার বা বোর্ড আফিসে পরীক্ষার ফল জানতে গিয়ে পুলিশের লাঠি খাওয়া।

তবুও এটাই চলছে দীর্ঘ দিন ধরে। একবার এ ধরনের একটি আত্মহত্যার পর একটি পত্রিকার কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার ফল না ছাপাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এ অবস্থা চললে এমন দিন আসতে পারে যখন সকল পত্রিকাই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে। বড় বড় পুস্তকে পরীক্ষার ফল প্রকাশের আজকের প্রকল্পই কিন্তু ভেস্তে যাবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে চিন্তা–ভাবনা করলে খুশী হব।

জানিনা যোগমায়ার আত্মহত্যা সংশ্লিষ্ট মহলে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে কিনা। তবে খুশী হতাম যদি বোর্ড কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ শোক সন্তপ্ত পরিবারের কাছে সমবেদনাটুকু জানাতেন। এতে খরচ এমন একটা বেশী হত না। অনেক বড় পাওয়া হত পরিবারটির।

প্রসঙ্গত, গত বছরের এ ধরনের একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। ঘটনাটি যশোর বোর্ডের পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার ঝনঝনিয়া গ্রামের এক ছাত্রী এমনি করে আত্মহত্যা করেছিল পরীক্ষায় পাস না করার খবর শুনে। পরে জানা গিয়েছিল সে ছাত্রী প্রথম বিভাগে পাস করেছিল ৫টি লেটার নিয়ে।

এ ব্যাপারে সাধারণভাবেই জিজ্ঞাসা করা যায়, এ ভুলের শেষ কোথায়। এ ভুলের মাসুল কে দেবে। কথার পিঠে কথা সাজিয়ে ত হারানো মানুষটিকে ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই বোর্ড কর্তৃপক্ষের এখন বলার পালা নতুন কিছু ভাবছেন কিনা বা করছেন কিনা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ নিয়ে।

—নির্মল